



*High Commission for the
People's Republic of Bangladesh
3.S.R.G. Senanayake Mawatha, Colombo-7, Sri Lanka*

প্রেস রিলিজ

কলম্বো, ৭ অক্টোবর ২০২৩

কলম্বোতে ৩য় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবের শুভ উদ্বোধন

শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীলঙ্কার ন্যাশনাল ফিল্ম কর্পোরেশনের মর্যাদাপূর্ণ খারাঞ্জানি থিয়েটারে আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদ পরিচালিত আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত চলচ্চিত্র “রেহেনা মরিয়ম নূর” প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে তৃতীয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশ হাইকমিশন এ চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করছে যা ৮ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে।

শ্রীলঙ্কার সিনেমার খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বসহ শতাধিক সিনেমা প্রেমিক প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে বাংলাদেশী সিনেমার স্বাদ উপভোগ করার জন্য খারাঞ্জানি থিয়েটার হলে উপস্থিত হন। শ্রীলঙ্কার ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী ভীদুরাহ বিক্রমনায়ক, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক জি এল পেরিস, সাবেক মন্ত্রী পাটালি চম্পিকা রানাওয়াকা এমপি এবং কূটনৈতিক মিশনের প্রধানগণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীলঙ্কার সিনেমার গোল্ডেন স্টার হিসেবে পরিচিত প্রখ্যাত অভিনেত্রী স্বর্ণা মাল্লাওয়ারাচ্চি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। উৎসবের কিউরেটর হিসেবে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সমালোচক ও পরিচালক অনোমা রাজাকরুণা প্রদর্শনের আগে চলচ্চিত্রটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

উৎসবের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের হাইকমিশনার তারেক মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম। তার স্বাগত ভাষণে তিনি সাম্প্রতিক সময়ে নতুন প্রজন্মের প্রতিভাবান চলচ্চিত্র পরিচালকদের হাত ধরে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংস্কৃতির পুনরুত্থানের কথা তুলে ধরেন যারা অনেক আন্তর্জাতিক প্রশংসা বয়ে আনছেন। তিনি বলেন, এই ধরনের চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধনকে আরও জোরদার করবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে দুই দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সাযুজ্যের কারণে শ্রীলঙ্কার দর্শকরা প্রদর্শনের জন্য নির্ধারিত সিনেমাগুলোর মর্মার্থ আরও গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারবে।

আগামী দুইদিনে, আরও চারটি সমসাময়িক বাংলাদেশী সিনেমা প্রদর্শন করা হবে। এর মধ্যে “রাত জাগা ফুল” ও “নোনা জলের কাব্য” আজ (৭ অক্টোবর) একই ভেন্যুতে যথাক্রমে বিকাল সাড়ে ৩টা ও সন্ধ্যা ৬টায় প্রদর্শিত হবে এবং ‘দামাল’ ও ‘ন ডরাই’ প্রদর্শিত হবে ৮ অক্টোবর একই সময়ে।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবের এই তৃতীয় সংস্করণটি, এপ্রিল ২০১৪ এবং মার্চ ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম এবং দ্বিতীয় সংস্করণের সাফল্যের ধারাবাহিকতার উপর ভিত্তি করে আয়োজিত। এটি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদার করার জন্য বাংলাদেশ হাইকমিশনের একটি প্রয়াস।